43609 - যাকাতরে বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা কী?

প্রশ্ন

ইসলামে যাকাতরে বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

আলমেরা যাকাতরে বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি অনকে প্রজ্ঞা কথা বলছেনে। যে মুমনি যাকাত দয়ে তার দ্বীন-দুনয়িার বহুবধি উপকারতিার কথা তারা উল্লখে করছেনে। এ প্রজ্ঞাসমূহরে মাঝে কছিু আছে যগেুলোর ইতবিাচক প্রতফিলন ঘটে এবং মুসলমি সমাজ যার সুফল ভোগ কর।ে এ প্রজ্ঞাসমূহ বস্তিারতি জানতে দীর্ঘ উত্তরটি পড়ুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমাদরে জানা আবশ্যক যে আল্লাহ কোনো বধিান আরোপ করলে তাতে সর্বোত্তম প্রজ্ঞা থাকে এবং সটো সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ নশ্চিতি কর।ে কারণ আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তার জ্ঞান সকল কছিুকে ব্যাপ্ত করে আছ।ে তনিি প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞা ছাড়া তনিি কোনো বধিান আরোপ করনে না।

দুই:

যাকাতরে বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা

আলমেরা যাকাতরে বধিান আরোপরে মাঝে নহিতি বহু প্রজ্ঞার কথা উল্লখে করছেনে। তন্মধ্যে রয়ছে:ে

১। বান্দার ইসলামরে পূর্ণতা দান। কারণ যাকাত ইসলামরে অন্যতম স্তম্ভ। কউে যদি যাকাত প্রদান করে তাহলে তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ কর।ে নঃিসন্দহেে এটা প্রত্যকে মুসলমিরে অন্যতম মহান লক্ষ্য। প্রত্যকে মুসলমি ও মুমনি ব্যক্তি তার দ্বীনে পূর্ণতা আনতে চায়।

২। যাকাতপ্রদান প্রদানকারীর ঈমানরে সত্যতার প্রমাণ বহন কর।ে কারণ সম্পদ মানুষরে কাছে খুব প্রয়ি বস্তু। আর প্রয়ি

বস্তুকে মানুষ কবেল এর মত বা এর চয়েে প্রয়ি কছিু প্রাপ্তরি আশায় বসির্জন দয়িে থাকে। বরং এর চয়েে বশেি প্রয়ি কছিু পাওয়ার জন্যই মানুষ সম্পদ ব্যয় করে। সে জন্যই এর নাম সদকা (বশ্বিস্ততা)। যহেতেু সদকা বা দান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দানকারীর বশ্বিস্ততার প্রমাণ বহন করে।

৩। যাকাত যাকাত-প্রদানকারীর চরত্রিকে পরশিুদ্ধ করে। তাকে কৃপণদরে দল থকেে বরে করে এনে বদান্যদরে দলে প্রবশে করয়িে দয়ে। কারণ ব্যক্তি যদি দানে অভ্যস্ত হয়, হোক সটো জ্ঞান দান, সম্পদ দান কংিবা প্রভাবপ্রতপিত্তি দান তখন এটা তার স্বভাবে পরণিত হয়। এমনকি কোন দনি যদি সে তার অভ্যাস অনুযায়ী দান করতে না পারে তখন সে পীড়তি হয়। ঐ শকিারীর মত যে শকিার করতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গয়িছে যে, কখনো যদি শকিার করতে বলিম্ব হয় তাহলে তার হৃদয়ে সংকীর্ণতা অনুভব করে। একইভাবে যে ব্যক্তি নজিকেে বদান্যতায় অভ্যস্ত করছে সে যদি কোনো দনি নজিরে সম্পদ, প্রতপিত্তি বা উপযোগ দান করতে না পারে তার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে আস।ে

৪। এটা হৃদয়কে প্রশস্ত করে। মানুষ যখন কোনো কছিু ব্যয় কর,ে বশিষেতঃ সম্পদ ব্যয় করে তখন তার অন্তরে প্রশস্ততা অনুভূত হয়। এটা পরীক্ষতি ব্যাপার। কন্তিু শর্ত হল বদান্যতা ও খুশমিন নয়িে দান করতে হব।ে এমন যনে না হয় যে সে ব্যয় করছে কন্তিু তার অন্তর ঐ সম্পদরে সাথে এঁটে আছ।ে

ইবনুল কাইয়্যমি “যাদুল মাআদ” বইয়ে উল্লখে করনে য,ে অন্তর প্রশস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হল দান করা। কন্তিু এটা থকেে শুধু সইে ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে যে বদান্যতা নয়িে খুশমিনে দান কর।ে যে ব্যক্তরি হাত থকেে সম্পদ বরে হওয়ার আগে হৃদয় থকেে বরেয়িে যায়। অন্যদকিে যে ব্যক্তরি হাত থকেে সম্পদ বরেয়িে গলেওে হৃদয়রে গভীরে সম্পদ থকেে যায় সে দান থকেে কখনো উপকৃত হবে না।

৫। এটা একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মুমনিদরে অন্তর্ভুক্ত করে। “তোমাদরে কউে ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে নজিরে ভাইয়রে জন্য এমন কছিু পছন্দ করে যা সে নজিরে জন্য পছন্দ কর।ে” আপনি যমেন পছন্দ করনে যে আপনার প্রয়োজন পূরণরে জন্য কারো পক্ষ থকেে অর্থ ব্যয় করা হোক, তমেনভিাবে আপনি আপনার ভাইকে দওেয়াটাও পছন্দ করবনে। তাহলইে আপনি পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবনে।

৬। এটা জান্নাতে প্রবশেরে অন্যতম কারণ। জান্নাত এমন ব্যক্তরি জন্য “যে উত্তম কথা বল,ে সালামরে প্রচলন কর,ে খাদ্য খাওয়ায় এবং মানুষ ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় রাতে নামায পড়।ে” আর আমরা সকলইে তো জান্নাতে প্রবশেরে চষ্টোয় রত আছি।

৭। এটা মুসলমি সমাজকে একটা পরবিারে পরণিত কর;ে যখোনে সক্ষম ব্যক্তি অক্ষমরে প্রতি এবং ধনী ব্যক্তি অভাবী ব্যক্তরি প্রতি অনুগ্রহ কর।ে মানুষ অনুভব করতে শুরু করে যে তার কছিু ভাই আছে যাদরে প্রতি তাকে অনুগ্রহ করতে হব,ে যমেনভিাবে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করছেনে। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “তুমি অনুগ্রহ করো যমেনভিাবে আল্লাহ তোমার

প্রতি অনুগ্রহ করছেন।’[সূরা কাসাস: ৭৭] এভাবে মুসলিম উম্মাহ একটা পরিবারের মত হয়ে যায়। বর্তমান যুগে যেটা মানুষের কাছে সামাজিক তাকাফুল বা সংহতি নামে পরিচিতি। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবদান রাখতে পারে যাকাত। কারণ মানুষ এর মাধ্যমে ফরয ইবাদত আদায় করে এবং তার ভাইদের উপকার করে।

৮। এটা দরিদ্রদের বিপ্লবের উষ্ণতা হ্রাস করে। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি যখন দেখতে পায় এ লোক ইচ্ছামত যে কোনো বাহনে চড়তে পারে, যে কোন প্রাসাদে বাস করতে পারে, পছন্দমত খাবার খেতে পারে; অথচ তাকে নিজের দুই পায়ের আরোহন করতে হয়, মাটির বিছানায় ঘুমাতে হয় তখন নিঃসন্দেহে তার মনে একটা আক্রোশ জাগ্রত হবেই।

যখন ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্রদেরকে দান করবে তখন তাদের বিপ্লবী মনোভাব ও ক্রোধ হ্রাস পাবে। তারা বলবে, আমাদের এমন কিছু ভাই আছে যারা কষ্টের সময় আমাদেরকে চিনে। এভাবে তারা ধনীদের আপন মনে করবে এবং তাদেরকে ভালোবাসবে।

৯। এটা চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মত অর্থনৈতিক অপরাধের প্রতিবন্ধক। কারণ যাকাত প্রদান করলে দরিদ্ররা এমন কিছু পায় যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়। তারা ধনীদের ওজর গ্রহণ করে; কারণ ধনীরা নিজেদের কিছু সম্পদ থেকে তাদেরকে দিচ্ছে। দরিদ্ররা মনে করে যে ধনীরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করছে, ফলে তাদের উপর তারা সীমালঙ্ঘন করে না।

১০। কিয়ামতের দিনের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার দানের ছায়ায় থাকবে।” শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহুল জামে বইয়ে (৪৫১০) সহীহ বলছেন। যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া নেই, সেদিন যারা তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে তাদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে নবীজী বলেন: “এমন ব্যক্তি যে গোপনে দান করছে, ফলে তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করছে।’[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

১১। এটা মানুষকে আল্লাহর সীমারেখা ও শরীয়ত জানতে বাধ্য করে। কারণ একজন মানুষ যাকাতের বিধান, সম্পদ, নেসাব এবং হকদারগণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় না জানার পূর্ব পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে পারবে না।

১২। এটা সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটায়। অর্থাৎ সম্পদকে বস্তুগত ও ভাবগত উভয় দিক থেকে বৃদ্ধি করে। মানুষ যদি নিজ সম্পদ থেকে দান করলে সেটা তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। হয়তো এই দানের বদৌলতে আল্লাহ তার রিযিক বাড়িয়ে দেন। তাই তো হাদীসে এসছে: ‘দান কোনো সম্পদ হ্রাস করে না।’[মুসলিম (২৫৮৮)] এটা দৃশ্যমান বিষয়। কখনো কৃপণ ব্যক্তির সম্পদে এমন কিছু ঘটে যাতে তার সমগ্র বা অধিকাংশ সম্পদ শেষ হয়ে যায়। আর সেটা পুড়ে যাওয়া, বড় ধরনের ক্ষতি হওয়া কিংবা এমন রোগে আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে হতে পারে, যার চিকিৎসায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়।

১৩। এটা কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। হাদীসে আছে: “কোনো সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত আদায় না করলে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।’[শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (৫২০৪) বইয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলছেন]

১৪। “গোপন দান রবরে ক্রোধ নভিয়িে দয়ে” যমেনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে হাদীসে প্রমাণতি। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (৩৭৫৯) বইয়ে হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে।

১৫। এটা খারাপ মৃত্যুকে প্রতহিত করে।

১৬। এটা আসমান থকেে নমেে আসা বপিদরে সাথে লড়াই করে সটোকে যমীনে আসতে বাধা প্রদান করে।

১৭। এটা পাপ মোচন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: ‘সদকা পাপকে সভোবে নভিয়িে দয়ে যভোবে পানি আগুনকে নভিয়িে দয়ে।’[শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (৫১৩৬) বইয়ে হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে]।

দখেুন: আশ-শারহুল মুমতি (৪/৬-৭)

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।